ST XAVIER'S SCHOOL RAIGANJ

আমার বাড়ি (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)

SUB: BENGALI

LESSON: POEM(Amar Bari) CLASS: VI TEACHER: GOUTAM MANDAL

আমার বাড়ি (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)

কবি পরিচিতিঃ আমার বাড়ি কবিতা শেষে পৃষ্ঠা নং ৭৭ –এ দেওয়া কবি পরিচিতি মনোযোগ সহকারে পড়বে এবং কবি ও কবির কাব্য ভাবনা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে।

কবিতা আলোচনা

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতার প্রধান বিষয় হল পল্লীর মানুষ ও প্রকৃতি। তাঁর কবিতায় নির্জন গ্রাম্যজীবনের সহজ সরল রূপ চমৎকার ভাবে ফুটে ওঠে। কবির পল্লী-প্রবণতার সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবুকতা যুক্ত হয়ে তাঁর কবিতার ভাব ও ভাষাকে স্নিগ্ধতা ও মাধুর্যতা দান করেছে। আমাদের আলোচ্য 'আমার বাড়ি' কবিতাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। পল্লী-প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কবি কবিতার পঙতিতে পঙতিতে তুলে ধরেছেন। কবি প্রথমেই তার বাড়ি সম্পর্কে বলেছেন-

বাড়ি আমার ভাঙন-ধরা অজয় নদীর বাঁকে

জল যেখানে সোহাগভরে স্থলকে ঘিরে ঠাকে।

সামনে ধূসর বেলা জল চরের মেলা

সুদূর গ্রামে ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে।

--কবির বাড়ি ভাঙন-ধরা অজইয় নদীর বাকে।যে বাঁকে নদীর জল স্থলকে সোহাগ অর্থাৎ আদর বা ভালোবাসার দ্বারা স্থলভাগকে ঘিরে রেখেছে। কবি কবিতার প্রথমেই তাঁর বাড়ির ভৌগোলিক সীমারেখার উল্লেখ করেছেন। এর পরেই কবির বাড়ির অবস্থানের পল্লী-প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।কবির বাড়ির সম্মুখপানে ধূসর রঙের বেলা বা সূর্য ওঠে এবং জল ও চরের মিলনক্ষেত্র দেখা যায়। শুধু তাই নয় কবির বাড়িকে আবৃত্ত করে থাকা তরুলতা বা গাছ ও লতাপাতার ভেতর দিয়ে সুদূরে অবস্থিত গ্রামের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

ঠিক দুপুরে বাতাস লেগে নাচে জলের ঢেউ,

আমি দেখি আপন মনে,আর দেখে না কেউ।

জেলেরা দেয় বাচ লাফায় বোয়াল মাছ

নীরব আকাশ মুখর করে শঙ্খচিলের ডাক।

--- এর পরেই যখন শান্ত দুপুর নেমে আসে, তখন কবির কাছে পল্লী-প্রকৃতি আরো বেশি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কবি লক্ষ্য করে দুপুর বেলা নদীর জলে বাতাস লেগে জলে ঢেউ সৃষ্টি করে,আর সে ঢেউয়ের মধ্যেও কবি ছন্দ খুঁজে পায়। কবির মনে হয় বাতাস লেগে জলের ঢেউ নৃত্য করছে। আর এমনতর মনোরম দৃশ্য কবি আপন মনে দেখতে থাকেন যা অন্য কেউ দেখে না । নদীত্যে যখন জেলেরা মাছ ধরতে আসে এবং মাছ ধরার জন্যে বাচ বাঁ নৌকা বায় তখন বোয়াল মাছ লাফায়। শান্ত দুপুরে নীরব আকাশকে শঙ্খচিল পাখি তার ডাকে মুখরিত করে তোলে।

ভাঙা বাড়ির ভাঙা ঘাটে,আছড়ে পড়ে জল,

মেঠো ফুলের মিঠা বাসে মন করে চঞ্চল।

যত দূরেই যাই শোভার সীমা নাই।

পল্লিবধূ কপ্লশি ভরে জল লয়ে যায় কাঁখে।

পাশাপাশি কবি নদী সংলগ্ন পার্শবর্তী মাঠ,ঘাটের অকৃত্তিম সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন।কবির বাড়ির লাগোয়া যে --নদীর ভাঙা ঘাট,সে ঘাটে নিয়ত আছড়ে পড়ে অজয় নদীর জল। তার সাথে মেঠো ফুলের মিষ্টি সৌরভে কবির মনকে চঞ্চল করে তোলে। কবি যতদূরেই চেয়ে দেখেন ততদূর পর্যন্ত পল্লীর অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করেন।পল্লিবধূ কলশি কাঁখে করে জল বয়ে নিয়ে চলেছে- এই দৃশ্যটিও পল্লী গ্রাম বাংলার এক অপরূপ সৌন্দর্য যা কবি উপভোগ করছেন।

মাধবী জুঁই মালতীতে ঘেরা উঠান মোর,

আমের গাছে কোকিল ডাকে দিবস নিশি ভোর।

দোয়েল পাপিয়ার গানে কানন ছায়,

চক্ররচে মৌমাছিরা নিত্য ঝাঁকে ঝাঁকে।

--কবির বাড়ির উঠোন ভরে রয়েছে নানা রকম ফুলের সমাহার। মাধবী,জুই,মালতী প্রভৃতি ফুলে তাঁর বাড়ির উঠোন ঘেরা। আম গাছের ডালে বসে থাকা কোকিল পাখি দিনের বেলা, রাত্রি কিংবা ভোরের বেলা ডাকতে থাকে। দোয়েল,পাপিয়া প্রভৃতি পাখির ডাকে বন ভরে ওঠে। এছাড়াও মৌমাছিরা প্রতিনিয়ত ঝাঁকে ঝাঁকে সমাগম করে অ মৌচাক রচনা করে।

কবিতায় দেখা যায় কবি অকপটভাবে তাঁর বাসভূমি তথা পল্লী-প্রকৃতির অপরূপ সোভা বর্ণনা করেছেন।সৌন্দর্য বর্ণনায় বাদ পরেনি বৃহৎ নদি থেকে ক্ষুদ্র মৌমাছিও। কবির বাড়ির পার্শবর্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কবি যেমন উপভোগ করেছেন,তেমনভাবে কবিতায় তার ছবি এঁকেছেন। কবির সৌন্দর্যবোধ কবিতায় একেবারে জীবন্ত হয়ে ঊঠেছে।

EXERCISE

- কবিতাটী মনোযোগ সহকারে পাঠ করে কবিতা আলোচনার সাহায্য নিয়ে নিম্নে উল্লেখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার চেষ্টা করবে।

- প্রশ্নঃ

- ১> সঠিক উত্তরটি বেছে নাও।(সবগুলি)

- ২> শূণ্যস্থান পূরণ করো।(সবগুলি)

- ৩> একটি বাক্যে উত্তর দাও।(সবগুলি)

- ৪> সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।(সবগুলি)

- ৬> বাক্য রচনা করো।(সবগুলি)

- ৭> পদান্তর।(সবগুলি)

- ৮> অর্থের পার্থক্য লেখ।(সবগুলি)

(01.07.2020)